রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি

৪৬)"কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বলার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো"- [যোগাযোগ]

৪৭)"বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলে বেলার গান/ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান।"

৪৮) "ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাথর এ গানে / হেথা নয় , অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।"- (বলাকা)

৪৯) "খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে বনের পাখি ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,/ কী ছিল বিধাতার মনে।"

৫০) "কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে, ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা, কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।"

৫১) "প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে"

৫২) "কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,/ কারা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ।"

৫৩) "কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল"

৫৪)"যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হবে।"

৫৫)"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"

৫৬) "যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে।"

৫৭) "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।"

৫৮) "গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।" ('শেষের কবিতা'য় লাবণ্য অমিতকে)

৫৯) "একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু"

কাজী নজরুল ইসলামের উক্তি

কাজী নজরুল ইসলামের উক্তি ও পঙ্ক্তি

১) তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি । / আমার এ রূপ- সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।

২)দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার /লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার! (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

৩) বল বীর-/বল উন্নত মম শির! (বিদ্রোহী)

৪) মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ তূর্য;

৫) আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন

আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন্-কন্ ।

৬) আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ চিহ্ন ।

৭)আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে- / মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে ।

৮) যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে,

অস্তপারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুছবে- (অভিশাপ) ।

৯) হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ।

আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে । (বিজয়িনী)

১০)সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার / তুমি কোন দিন কারো করোনি বিচার । (মা)

১১)গাহি সাম্যের গান / যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান, (সাম্যবাদী)

১২)গাহি সাম্যের গান- / মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান (মানুষ)

১৩) তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয় । (মানুষ)

১৫) বিশ্ব পাপস্থান / অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান । (পাপ)

১৬) কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে?

হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা সম সতী মায়ে । (বারাঙ্গনা)

১৭) বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, /অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।

১৮)কোনো কালে একা হয়নিক' জয়ী পুরুষের তরবারী;

প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী । (১৭+১৮ নারী)

১৯) দেখিনু সেদিন রেলে, / কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে! (কুলি মজুর)

২০) বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী'

কবিও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঝে তাই সই সবি!

২১)বড় কথা বড় ভাব আসে নাক' মাথায় বন্ধু বড় দুখে!

অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

২২)ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন,

বেলা ব' য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন । (আমার কৈফিয়ৎ)

২৩) মাভৈঃ মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ ।

সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান! (হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ)

২৪) যা- কিছু সুন্দর হেরি ক'রেছি চুম্বন, / যা- কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর- (অ- নামিকা)

২৫) হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান । / তুমি মোরে দানিয়াছে খ্রীষ্টের সম্মান (দারিদ্র্য)

২৬) কাঁটা কুঞ্জে বসি, তুই গাঁথিবি মালিকা, / দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা । (দারিদ্র্য)

২৭) তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু/অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরুগুরু-গুরু! (ইন্দ্র পতন)

২৮) নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,

তোমায় আমি করব সৃজন-এ মোর অহঙ্কার ।

২৯) গাহি তাহাদের গান- / ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান ।

৩০) নাচে পাপ সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ । মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ । (খেয়াপারের তরণী)

৩১) দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী মোরা জালিমের খুন নাই ।

৩২) কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা/দাঁড়ি মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ –খেয়াপারের তরণী

৩৩) সাহেব কহেন, 'চমৎকার! সে চমৎকার ।/মোসাহেব বলেন, চমৎকার সে হতেই হবে যে

হুজুরের মতে অমত কার?" –তোষামোদ

৩৪) রমযানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ........

৩৫) ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই । (কামাল পাশা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একখানি ছোটক্ষেত আমি একেলা

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ জগতে হায় সেই বেশি চায়

আছে যার ভুরি ভুরি-

সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম- সে কখনো করেনা বঞ্চনা-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না-

কাজী নজরুল ইসলাম

- হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান

- আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি

কাজী নজরুল ইসলাম

- তোমারে যে চাহিয়াছে ভুলে একদিন, সে জানে তোমারে ভোলা কি কঠিন।

- কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী, পুরুষের তরবারী; প্রেরনা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

কাজী নজরুল ইসলাম

- যুগের ধর্ম এই- পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!

কাজী নজরুল ইসলাম

- হেথা সবে সম পাপী, আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি!

- মিথ্যা শুনিনি ভাই
  এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনও মন্দির-কাবা নাই ।

কাজী নজরুল ইসলাম

- হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান!
  তুমি মরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান।

প্রমথ চৌধুরী

'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে। উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।

সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে?- কার কবিতার পঙক্তি?

ক) সিকানদার আবু জাফর

গ) সুভাষ মুখোপাধ্যায়

খ) সুকান্তভট্টাচার্য

ঘ) জীবনানন্দ দাশ

P2A

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি

মাইকেল মধুসুদন দত্ত

- ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,

  এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?

আব্দুল হাকিম

- **দেশি ভাষা বিদ্যা যার** মনে ন জুয়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কোন বিদেশ ন যায়।

- **যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী** সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি

শেখ ফজলুল করিম

মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘ষোল নয়, আমার মাতৃভাষার ষোলশত রূপ’ কে বলেছেন?

A. আহমদ শরীফ

B. মুনীর চৌধুরী

C. আব্দুল হাই

D. নীলিমা ইব্রাহিম

P2A

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?

কুসুমকুমারী দাশ

- **আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে** কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ?

রফিক আজাদ

আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ। ভাত দে

হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো।

ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি

লালন শাহ

কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়।

দাউদ হায়দার

জন্মই আমার আজন্ম পাপ

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর।

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।–

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

আজি হতে শত বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি-

-১৪০০ সাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি।

– রুদ্র মোঃ শহীদুল্লাহ।

আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

-হরিশচন্দ্র মিত্র

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো
মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।

- আবার আসিব ফিরে, জীবনানন্দ দাশ।

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসি নাই কেহ অবনি পরে,

সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে-

-কামিনী রায়ের পরার্থে।

সুখ

আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন-

সমর সেন।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি-

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

- হেলাল হাফিজ।

কবিতায় আর কি লিখব? যখন বুকের রক্তে লিখেছি, একটি নাম, বাংলাদেশ-

শহীদ স্মরণে, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান-

-ছাড়পত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য।

আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রানের পতাকা।

- শামসুর রাহমান।

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর; মানুষের
মাঝে স্বর্গনরক, মানুষেতে সুরাসুর

-শেখ ফজলল করিম

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

– সুকান্ত ভট্টাচার্য।

গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে নাই বড় কিছু, নহে কিছু মহীয়ান

- কাজী নজরুল ইসলাম।

জন্মই আমার আজন্ম পাপ, মাতৃজরায়ু থেকে নেমেই জেনেছি আমি

- দাউদ হায়দার।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা হবে?

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম না হব কেন?

-বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা

তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সকিনা বিবির কপালে ভাঙলো,
সিথির সিদুঁর মুছে গেল হরিদাসীর।

-শামসুর রাহমান।

ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ঊর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নিচ-শির জনে।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,

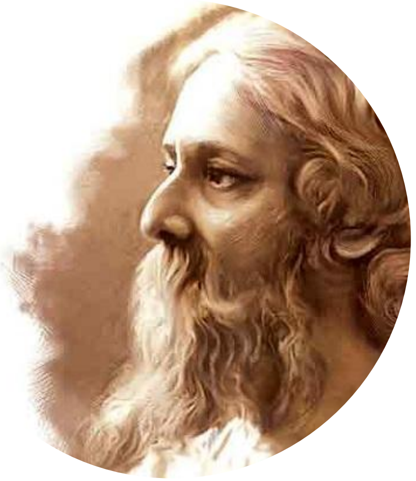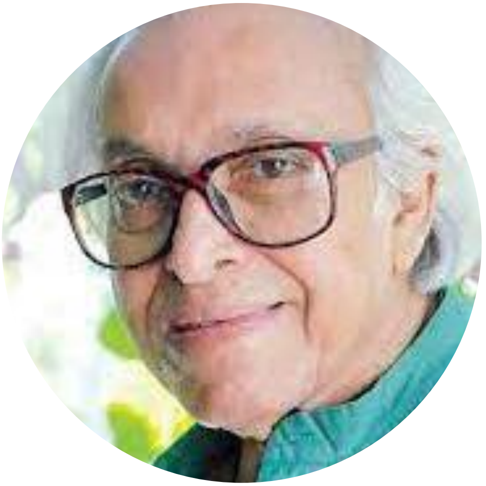

এক নজরে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কি?

‘সুনন্দ’ কার ছদ্মনাম ছিল?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম কী?

গাজী মিয়া

জরাসন্ধ কার ছদ্মনাম?

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী।

‘যাযাবর’ ছদ্মনাম

বিনয় মুখোপাধ্যায়।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কি?

বনফুল

‘কালকূট’ কোন লেখকের ছদ্মনাম?

সমরেশ বসু

‘সনাতন পাঠক’ কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

‘দৃষ্টিহীন’ কার ছদ্মনাম?

মধুসূদন মজুমদার।

'টেকচাঁদ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম?

প্যারীচাঁদ মিত্র

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম কি?

যাযাবর

বাংলা সাহিত্যে ‘গাজী মিয়া’ কে?

মীর মশাররফ হোসেন

কালীপ্রসন্ন সিংহ এর ছদ্মনাম কোনটি?

হুতোম প্যাঁচা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম হলো

ভানুসিংহ ঠাকুর

‘অশোক সৈয়দ’ কার ছদ্মনাম?

আবদুল মান্নান সৈয়দ।

‘মৈনাক’ কার ছদ্মনাম?

শামসুর রাহমান।

হুতোম প্যাঁচা কার ছদ্মনাম?

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম হল

শেখ আজিজুর রহমান

কবি কায়কোবাদের আসল নাম কি?

কাজেম আল কোরায়শী

প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কি?

বীরবল

‘পরশুরাম’ কার ছদ্মনাম?

রাজশেখর বসু।

‘ধূমকেতু’ কোন কবির ছদ্মনাম?

কাজী নজরুল ইসলাম

বীরবল ছদ্মনাম

প্রমথ চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম?

অনিলা দেবী

প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?

মানিক বন্দোপাধ্যায়।

প্রকৃত নাম	উপাধি	ছদ্মনাম
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত		নীহারিকা দেবী
আবদুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	
আবদুল কাদির	ছান্দসিক কবি	
আব্দুল মান্নান সৈয়দ		অশোক সৈয়দ
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	বাংলা সাহিত্যের জেনাস, যুগসন্ধির কবি, গুপ্ত কবি	ভ্রমণকারী বন্ধু
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বিদ্যাসাগর, গদ্যের জনক, বিরাম চিহ্নের প্রবর্তক	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো, সহচরস্য, কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষণ
কাজেম আল কোরায়েশী	কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন	কায়কোবাদ
কুমুদরঞ্জন মল্লিক	পল্লিনিষ্ঠ কবি	
কাজী নজরুল ইসলাম	জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি	ধূমকেতু, ব্যাঙাচি
কালী প্রসন্ন সিংহ		হুতোম পেঁচা
গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর	
গোবিন্দচন্দ্র দাস	স্বভাব কবি	
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী		জরাসন্ধ
জসীমউদ্দীন	পল্লিকবি	
জাহানারা ইমাম	শহিদ জননী	
জীবনানন্দ দাশ	ধূসরতার কবি, প্রকৃতির কবি, তিমির হননের কবি, শুদ্ধতম কবি, চিত্ররূপময় কবি, রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার কবি পরাবাস্তববাদী কবি	
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষাতত্ত্ববিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত	
নির্মলেন্দু গুণ	কবিদের কবি	

মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি	
মীর মশাররফ হোসেন	প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার	গাজী মিয়া, উদাসীন পথিক
মণীষ ঘটক		যুবনাশ্ব
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কবিকঙ্কন, দুঃখ বর্ণনার কবি	
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	দুঃখবাদী কবি	
রামনারায়ণ	তর্করত্ন	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি, কবিগুরু, ভারত ভাস্কর, গুরুদেব, ভারতের মহাকবি, জীবনশিল্পী, বজ্রপ্রভাত, পরমগুরু, কবি সর্বভৌম	ভানুসিংহ ঠাকুর, অকপট চন্দ্র, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, আন্নাকালী পাকড়াশী, নবীন কিশোর শর্মন, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা, ভূতনাথ বাবু, শ্রীমতি কনিষ্ঠা, শ্রীমতি মধ্যমা
রাজশেখর বসু		পরশুরাম
রোকনুজ্জামান খান		দাদাভাই
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন	
হাসন রাজা	মরমী কবি	
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনিলাদেবী
শামসুর রাহমান	নাগরিক কবি	মৈনাক, মজলুম আদিব, জনান্তিক, সিন্দাবাদ
শামসুন নাহার	মুসলিম নারী জাগরণের কবি	
শেখ আজিজুর রহমান		শওকত ওসমান
শেখ ফজলুল করিম	সাহিত্য বিশারদ, কাব্য রত্নাকর	
স্বামী কালিকানন্দ		অবধূত
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের জাদুকর	
সমরেশ বসু		কালকূট
সমর সেন	আধুনিক যুগের নাগরিক কবি	
মুকুন্দদাস	চারণ কবি	
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্ল্যাসিক কবি	

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়		সুনন্দ
নজিবর রহমান	সাহিত্য রত্ন	
হাসন রাজা	মরমী কবি	
আবদুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	
নীহাররঞ্জন গুপ্ত		বানভট্ট
নূরুন্নেসা খাতুন	সাহিত্য সরস্বতী	
প্রমথ চৌধুরী	চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক	বীরবল
প্যারীচাঁদ মিত্র	ডিফেঙ্গ অফ বেঙ্গল	টেকচাঁদ ঠাকুর
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়		বনফুল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঋষি, সাহিত্য সম্রাট, বাংলার স্কট	কমলাকান্ত
বেগম রোকেয়া	নারী জাগরণের অগ্রদূত	
বিদ্যাপতি	কবি কণ্ঠহার, মৈথিলী কোকিল, নবকবি শেখর, অভিনব জয়দেব	
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		যাযাবর
বিমল ঘোষ		মৌমাছি
বিষ্ণুদে	মার্কসবাদী কবি	
বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি, গীতি কবিতার জনক	
ভারতচন্দ্র	গুণাকর, প্রথম নাগরিক কবি	
মধুসূদন মজুমদার		দৃষ্টিহীন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	আধুনিক বাংলা কবিতার জনক, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক, দত্তকুলোদ্ভব কবি, প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা, প্রথম সার্থক নাট্যকার, প্রথম সনেট রচয়িতা	A) Native, Timoty Pen poem
মালাধর বসু	গুণরাজ খান	

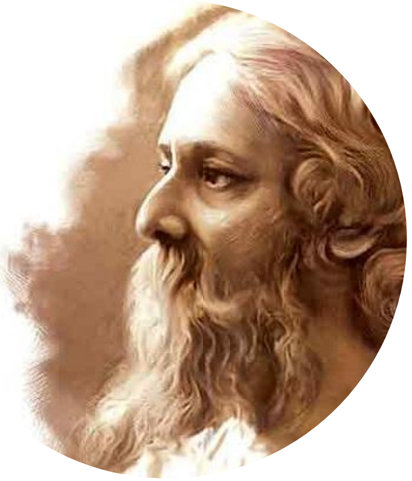
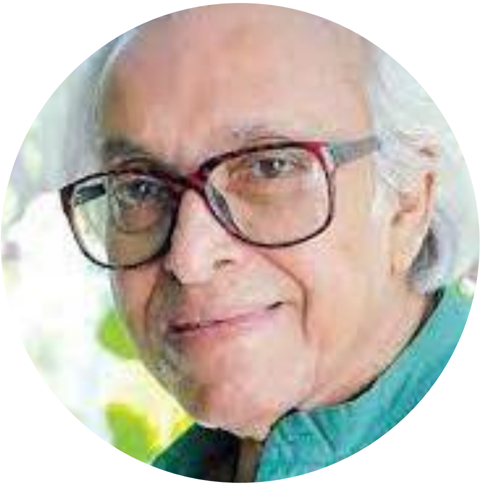

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ : 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (১৭৪৩)।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ মথি রচিত: মঙ্গল সমাচার' (১৮০০, এটি অনুবাদ গ্রন্থ)।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)।

বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত গ্রন্থ / জীবনীগ্রন্থ : 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস: 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস: বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস : বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)।

প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ : রাজা রামমোহন রায়ের ‘বেদান্ত' (১৮১৫)।

প্রথম নাটক: তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)।

প্রথম সামাজিক নাটক : রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’ (১৮৫৪)।

প্রথম সার্থক নাটক : মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)।

প্রথম ট্রাজেডি নাটক : যোগেন্দ্রনাথ দত্তের ‘কীর্তিবিলাস’ (১৮৫২)।

প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক : মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১)।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ : মধুসূদন দত্তের ‘পদ্মাবতী'(১৮৬০) নাটকে ।

প্রথম সার্থক কমেডি ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত প্রথম নাটক : মধুসূদন দত্তের ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০)।

প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক : স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর প্রথম উপন্যাস : ‘দীপনির্বাণ” (১৮৭৬) ।

বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা / প্রথম মাসিক পত্রিকা: 'দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাংলা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা: 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮)।

প্রথম দৈনিক পত্রিকা : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩৯)।

প্রথম প্রহসন : ‘একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০)।

প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার : মীর মশাররফ হোসেন।

মুসলিম ঔপন্যাসিক রচিত প্রথম উপন্যাস : ‘রত্নবতী’ (১৮৬৯) ।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

মুসলিম নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক : 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩)।

বাংলা অক্ষরের নকশা প্রস্তুতকারী: চার্লস উইলকিন্স ।

প্রথম বাংলা অক্ষর খোদাইকারী: পঞ্চানন কর্মকার।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট : মধুসূদন দত্তের বঙ্গভাষা, এর পূর্বনাম: কবি মাতৃভাষা ।

প্রথম ঐতিহাসিক নাটক : কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।

প্রথম ও একমাত্র সার্থক মহাকাব্য : 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম কৱি লুই পা।

প্রথম মুসলমান কবি: শাহ মুহম্মদ সগীর।

আধুনিক যুগের প্রথম মুসলমান কবি : কায়কোবাদ ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি / অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি : চন্দ্রাবতী ।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন ছোটগল্প শিল্পী : স্বর্ণকুমারী দেবী ।

প্রথম সার্থক ছোটগল্প লিখেন / বাংলা ছোটগল্পের জনক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রথম সার্থক ছোটগল্প : 'দেনাপাওনা'।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়ক : 'মতিলাল' (আলালের ঘরের দুলাল)

প্রথম সার্থক কাহিনি কাব্যগ্রন্থ : 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম নাটক : 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)।

রোমান হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ : Vocabulario Em Idiomde Bengalla'e portuguez (১৭৪৩) মনোএল দা আসসুম্পাসাও রচিত ।

ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ : A Grammar of the Bengali language (১৭৭৮)। রচয়িতা : নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ এবং বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায়ের ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৭৩)।

দ্বিতীয় দীনেশচন্দ্র সেন রচিত :‘বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাহিনি কাব্য : ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম কবি : ‘কৃত্তিবাস ওঝা’ ।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ : 'রামায়ণ'।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য : ‘ইউসুফ জোলেখা’ ।

কোরআন শরীফ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন : ‘ভাই গিরিশচন্দ্র সেন’ ।

বাংলাভাষার প্রথম পত্রিকা : 'দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাঙালিদের প্রচেষ্টায় প্রথম পত্রিকা: 'বাঙ্গাল গেজেট' ।

প্রথম বাঙালি পত্রিকার সম্পাদক : ‘গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য’ ।

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা : ‘সমাচার সভারাজেন্দ্র’ ।

প্রথম মুসলমান পত্রিকা সম্পাদক : শেখ আলীমুল্লাহ ।

চলিত রীতিতে লেখা প্রথম গ্রন্থ : 'বীরবলের হালখাতা’(১৯১৬) ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম দালাল চরিত্র : ‘ঠকচাচা’ ।

প্রথম ত্রয়ী মহাকাব্য রচয়িতা : নবীনচন্দ্র সেন ।

প্রথম ত্রয়ী উপন্যাস রচয়িতা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন : রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

পত্র-পত্রিকা থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্নাবলি

- ‘ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে ?
- ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকাটি কোন স্থান থেকে প্রকাশিত?
- সবুজপত্র পত্রিকাটির সম্পাদক কে?
- সজনীকান্ত দাস সম্পদিত পত্রিকার নাম কী?
- নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা?

- Thank You